(4) Birender Singh.

Interview

বীরেন্দ্র সিং (ডোজার চালক) বেঙ্গল এমটা, চুরুলিয়া বর্ধমান

প্রশ্ন ঃ আপনার নামটা বলুন?

উত্তর ঃ বীরেন্দ্র সিং।

প্রশ্ন ঃ আপনার বাড়ি কোথায়? গ্রামের নাম কি?

উত্তর ঃ হাজারিবাগ, গ্রামের নাম পালাস।

প্রশ্ন ঃ এখানে কতদিন এসেছেন?

উত্তর ঃ ছয় বছর এসেছি।

প্রশ্ন ঃ কতদিন এখানে কাজ করছেন?

উত্তর ঃ আট বছর হয়ে গেল। আগে রামনগরে কাজ করেছি।

প্রশ্ন ঃ ছোটবেলা থেকে আপনার কথা বলুন।

উত্তর ঃ বাচ্পন (বাচ্চাবেলা) থেকে কি আর বলবো। এখানে যখন থেকে আছি তাই বলছি। এখানে খুব ভাল লাগে। এখানে ডিসিপ্লিন আছে। কালচার খুব ভাল। আমাদের ওখানে কলেজ পড়া অবধি দেখেছি, এখানের যে কালচার দেখছি ওখানে তা দেখিনি। এখানে অনেক ভাল, অনেক আলাদা। এখানের ফিলিংস অনেক ভাল।

প্রশ্ন ঃ এখানে কি কাজ করেন?

উত্তর ঃ ডোজার অপারেটরের কাজ করি, ডোজার চালাই।

প্রশ্ন ঃ কতক্ষন ডিউটি করতে হয়?

উত্তর ঃ আট ঘন্টা করে। শিফটিং ডিউটি দিতে হয়।

প্রশ্ন ঃ কাজ কোথা থেকে শিখেছেন?

উত্তর ঃ এই কোলিয়ারিতেই। এই বাঙ্গাল (পঃ বঃ) থেকেই। প্রথমে রামনগরে খালাসী হিসাবে ছিলাম। তারপর প্রমোশন পেয়ে ড্রাইভার হই।

প্রশ্ন ঃ কি ভাবে এখানে কাজ পেলেন?

উত্তর ঃ দু'চার জন চেনাশোনা লোক ছিল। তারা বলল বেকার বসে আছ, এখানে লেগে যাও। সেই শুরু। প্রথমে রামনগরে ৬০০ টাকায় যোগ দিয়েছিলাম। এখন ৩৩০০ টাকা পাই।

প্রশ্ন ঃ ঘরে টাকা পাঠাতে হয়?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। ঘরে টাকা পাঠাতে হয়।

প্রশ্ন ঃ ঘরে কে কে আছে? ক্ষেতি জমি আছে?

উত্তর ঃ মা আছেন। বাবা ২০০০ সালে হোলির সময় মারা যান। কিছু জমি আছে, চাষ হয়। লোক দিয়ে চাষ করাতে হয়। লিজও দেওয়া হয়। প্রায় সারা বছর চাষের ফসলে চলে যায়। মাঝে মধ্যে কিনতে হয়।

প্রশ্ন ঃ আপনার বিয়ে হয়েছে। কই ভাই-বোন আপনার?

উত্তর ঃ না। তিন ভাই, সাত বোন। সাত বোনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। বড় ভাই টিচার, আমি মেজ।

প্রশ্ন ঃ আপনি কতদূর পড়াশুনা করেছেন?

উত্তর ঃ ইন্টারমিডিয়েট যখন শুরু করলাম, ইংরাজী যদিও কিছু বুঝতাম কিন্তু অংক একদম মাথায় ঢুকতো না। ভাবলাম অংকই যদি না বুঝি পড়াশুনা করা বেকার। শুধু আমার কথা নয়। অংক না বুঝলে কারো পড়া উচিত না বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ঃ আপনার এখন বয়স কত?

উত্তর ঃ ১৯৭৯ সালে জন্ম, তো ২৫ সাল।

প্রশ্ন ঃ এতদিন যে চাকরি করছেন, কেমন লাগছে?

উত্তর ঃ ব্যাস ঠিকই আছে। আগে কি হবে তা জানি না। তখন ডিসাইড করতে হবে যা ঠিক থাকে।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি কয়লাখনির কাজ ছাড়া অন্য কোথাও চেষ্টা করেছিলেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, ঝাড়খণ্ড পুলিশ, বিহার পুলিশ, রেলে।

প্রশ্ন ঃ এখনো চেষ্টা করছেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, করছি। যদি কোন ভাল কোম্পানি পাওয়া যায়। বিদেশে যাবার ও খোঁজ করছি। যে কোম্পানিতে ভাল পয়সা পাওয়া যাবে। মোটকথা চেষ্টা জারি আছে। লাইসেন্সও করিয়েছি। বিদেশের কোম্পানিতে এ্যাপ্লাইও করছি।

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা, ইণ্ডিয়ায় (ভাল) কোম্পানির খোঁজ করেছেন?

উত্তর ঃ শুনেছি ২-৩ টে ভাল কোম্পানি আছে। ভাল টাকা দেয়। যেমন এ্যাটওয়াল ভাল স্যালারি দেয়।

প্রশ্ন ঃ আপনি গিয়েছিলেন গোয়েঙ্কাদের কাছে।

উত্তর ঃ না, যাইনি।

প্রশ্ন ঃ যে ডোজার চালান, তার ক্যাপাসিটি কত?

উত্তর ঃ নাম আছে ১৫৫। হেভি ডোজার। মাপ বলতে পারবো না। এটাই তো আমার অঙ্কের প্রবলেম। মাপ-যোগ, অঙ্ক আমার মাথাতেই ঢোকে না।

প্রশ্ন ঃ এখানে ছুটি কি কি?

উত্তর ঃ এইতো সামনে মে দিবস।

প্রশ্ন ঃ মে দিবসটা কি?

উত্তর ঃ মজদুরদের দিন। আমরা এখানে পালন করি। সারা ভারতেই হয়। এখানে খুব সাধারণ হয়। কারণ এখানে মজদুরদের তেমন ফিলিংসই নেই।

প্রশ্ন ঃ আর কি কি ছুটি আছে?

উত্তর ঃ ১৫ই আগষ্ট, ২৬শে জানুয়ারী, দুর্গাপূজা, দিওয়ালী যেমন সব বড় বড় ছুটি থাকে, সব পাই।

প্রশ্ন ঃ ছুটির দিনে সবাই কিভাবে কাটান?

উত্তর ঃ কোন দিন মনে হল তো মাইনিং-এর ওভারম্যানদের সাথে ক্রিকেট ম্যাচ খেলি।

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা, আপনি টি ভি দেখেন বা খবরের কাগজ পড়েন, আর রেডিও কি শোনেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, টি ভি দেখি। পেপার পড়ি, 'হিন্দুস্থান' পেপার।

প্রশ্ন ঃ টি ভি তে কি প্রোগ্রাম দেখেন? খবর দেখেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। নিউজ দেখি, পিকচার দেখি। বিশেষ করে বিহার, ঝাড়খণ্ড দিল্লীতে যে বড় ঝামেলা হয় তাই দেখি।

প্রশ্ন ঃ নানা রকমের যে ঘোটালা (কেলেঙ্কারি) হয় সেইসব দেখেন?

উত্তর ঃ ওই সব তো চলতেই থাকবে। বেকার ওসবের মধ্যে মাথা ঘামিয়ে আমাদের কি লাভ বলুন। ছাড়ুন ওসব কথা।

প্রশ্ন ঃ সপ্তাহে কি একটা ছুটি আছে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। সানডে।

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা এখানে কাজের পরিবেশ কেমন?

উত্তর ঃ ঠিকই আছে।

প্রশ্ন ঃ এখানে সুদের আর মদের কারবার চলে?

উত্তর ঃ কোলিয়ারিতে দেখুন এসব চলেই। সব কোলিয়ালিতেই।

প্রশ্ন ঃ ঝামেলা মানে দাঙ্গা ফাসাদ কি হয়?

উত্তর ঃ আগে হয়েছিল শুনেছি। এখন হয় না। শান্তি আছে।

প্রশ্ন ঃ এখানে কি কি উৎসব হয়? সবাই মিলেমিশে করেন?

উত্তর ঃ দুর্গাপূজা হয়। রামনবমী বড় করে হয়। দিওয়ালী হয়। সবই মিলেজুলে পালন করি। সরস্বতী পূজা হয় ছট্ হয়। তবে ছট্ আর দিওয়ালীর সময় আমি বাড়ি চলে যাই, ওখানে পালন করি।

প্রশ্ন ঃ এই যে ছুটিতে বাড়ি বা মুলুক যান, সেই ছুটির পয়সা পান?

উত্তর ঃ না। পয়সা কাটা যায়।

প্রশ্ন ঃ এখানে ডাক্তার পাওয়া যায়। মানে ডাক্তার দেখাতে কোথায় যান?

উত্তর ঃ এখানেও আছে। আসানসোলে তো আছেই। এখানে মোটামুটি সাধারণ অসুখের জন্য ঠিকই আছে। কোম্পানির ডাক্তারও আছে, ওখানে দেখাতে পয়সা লাগে না। খালি ফর্মে সই করে দিতে হয়। মেডিকেল ফ্রি আছে।

প্রশ্ন ঃ ছোট-বড় আঘাতেরও ফ্রি চিকিৎসার সুবিধা পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, সব কোম্পানি দেয়। ঐ সময়ের পয়সা কাটে না।

প্রশ্ন ঃ ম্যানেজমেন্টের সাথে কি রকম সম্পর্ক আপনাদের?

উত্তর ঃ ব্যাস্, ঠিকই আছে। এখানে জল, বিজলীর কোন অসুবিধা নেই। ডিউটি করি। ব্যাস, ম্যানেজার ইনচার্যদের সাথে কোন ঝামেলা নেই।

প্রশ্ন ঃ এই চাকরি কি টেমপোরারি না পার্মানেন্ট?

উত্তর ঃ সে রকম কোন কথা হয়নি। করতে থাকছি। ব্যাস, চলছে। আট সাল থেকে দেখছি কোম্পানি খুব বাড়ছে। কোম্পানি বাড়লে আমাদেরও উন্নতি হবে। এই আশা আছে। ই সি এল-এর মত হবে।

প্রশ্ন ঃ ই সি এর-এর মত এটাও কি সরকারি হবে?

উত্তর ঃ সে জানি না। বলতে পারব না।

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা, প্রথমে প্রাইভেট কোলিয়ারি ছিল, পরে জাতীয়করণ হয়। এখন আবার আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে খনির কাজ প্রাইভেট কোম্পানিকে দিয়ে দিচ্ছে সরকার, এ ব্যাপারে যা জানেন বলুন। আপনার কি ধারণা বা মতামত বলুন।

উত্তর ঃ যার রেপুটেশন আচ্ছা থাকবে তারই ডিমাণ্ড থাকবে। ই সি এল-এর ঘাটা (লোকসান) চলছে আর আমাদের লাভে চলছে, তো মতলব এইটাই চলবে।

প্রশ্ন ঃ ই সি এল-এর থেকে তো আপনাদের মাইনে কম। এ ব্যাপারে আপনার মতামত বলুন।

উত্তর ঃ দেখুন ওটা সরকারি আর এটা প্রাইভেট, তো সরকারি লোকদের মাইনে তো বেশী হবেই। এ আর বলার কি আছে?

প্রশ্ন ঃ এই ফারাকের ব্যাপারে আপনি কি বলেন?

উত্তর ঃ আমরাও একদিন জরুর উন্নতি করব। দেখুন প্রথমে আমরাতো ঝুপড়িতে ছিলাম। আর এখন পাকা ঘরে থাকি। দেখুন বাংলাতে যা সুবিধা পাওয়া যায় অন্য কোথাও তা পাবেন না। এখানে যে সেট হতে পারবে না সে পৃথিবীর কোথাও সেট হতে পারবে না। এখানে আমার খুব ভাল লাগছে। সেট হয়েগেছি।

'ধন্যবাদ জানিয়ে সাক্ষাৎকারটি শেষ হয়'।